সংবাদ

তারিখ ... 19 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৩ ...

আক্কেলপুর (জয়পুরহাট) : দুলালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাটির ঘর -সংবাদ

দুলালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

জরাজীর্ণ মাটির ঘর আতঙ্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী

ওমপ্রকাশ আগরওয়ালা, আক্কেলপুর (জয়পুরহাট)

আক্কেলপুর উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নের দুলালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ স্বল্পতা বিদ্যালয়ের মাটির এই ঝুঁকিপূর্ণ ঘরে পাঠদান করানো হচ্ছে। বিদ্যালয়টিতে চার কক্ষের একটি আধা পাকা ভবন এবং পাশেই ভাঙাচোরা তিন কক্ষের মাটির আরেকটি ঘর। আধা পাকা ঘরটির চারটি কক্ষের একটিতে অফিসকক্ষ। বাকি তিনটির একটি প্রাকপ্রাথমিকের শ্রেণীকক্ষ। বৃষ্টি হলে সেই আধা পাকা ঘরের টিনের চালা দিয়ে পানি পড়ে।

বিদ্যালয়টিতে শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতার কারণে মাটির ঝুঁকিপূর্ণ ঘরগুলোতেই চলে পুরোদমে পাঠদান। বিদ্যালয়ের মাটির ঘরটি যে কোন সময় ভেঙে শিক্ষক-শিক্ষার্থী হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দুলালী গ্রামবাসী ও বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৮৮০ সালে দুলালী গ্রামে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৮ সালে সরকারিভাবে মাটির ঘরের এক পাশে চার কক্ষের একটি আধা পাকা ঘর নির্মাণ করা হয়। আধা পাকা ঘরটিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ নেই।

এ কারণে শিক্ষার্থীদের মাটির ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটিতে পাঠদান করানো হয়। কিন্তু দীর্ঘদিনেও বিদ্যালয়টিতে একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়নি।

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ১৩৭ বছর পার হলেও পাকা ভবন নির্মিত হয়নি। বিদ্যালয়ের যে আধা পাকা ঘরটি রয়েছে, সেটির টিনের চালায় মরিচা ধরে অসংখ্য ছিদ্র হয়েছে। বৃষ্টি এলে টিনের চালা দিয়ে অফিস ও শ্রেণীকক্ষে পানি পড়ে বই-খাতা ভিজে যায়। এ কারণে বর্ষার মৌসুমে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। অভিভাবকেরা বিদ্যালয়টিতে ছেলেমেয়েদেরকে মাটির ঘরে তেমন ক্লাসও করাতে চায় না। দীর্ঘদিনের মাটি ঘরগুলো হওয়ায় ঘরগুলো ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। অভিভাবক আনিস আহম্মেদ জানান, আমাদের ওই বিদ্যালয়ের মাটির ঘরগুলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এরিমধ্যে মাটির ঘরের দেয়ালে ফাটল ধরেছে এবং হেলে পড়েছে। বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতার কারণে শিক্ষকেরা বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীদের মাটির ঘরে পাঠদান করান। মাটির ঘরটি যে কোন সময় ভেঙে শিক্ষক-শিক্ষার্থী হতাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমার সন্তানকে স্কুলে পাঠালে সব সময় আতঙ্কে থাকতে হয়।

আমার সরকারের কাছে আবেদন আমাদের গ্রামের বিদ্যালয়টিতে একটি নতুন ভবন তৈরি করে দিতে।

দুলালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহেনা বেগম বলেন, আধা পাকা ঘরটিতে চারটি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে একটি ছোট অফিসকক্ষ, আরেকটি প্রাক?-প্রাথমিকের শ্রেণীকক্ষ। বাকি দুটি প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষ। মাটির ঘরটিতে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠদান করানো হয়। বর্ষা মৌসুমে আধা পাকা ঘরের টিনের চালা দিয়ে পানি পড়ায় অফিসকক্ষে রাখা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভিজে যায়। বৃষ্টি এলে অফিসকক্ষের জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে হয়।

আক্কেলপুর

দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই চলে আসছে। আর মাটির ঘর গুলো ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এলাকার লোকজন তাদের ছেলে মেয়েদেরকেও স্কুলে ভর্তি করাতে চায় না।

দুলালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবু সাঈদ বলেন, বিদ্যালয়টিতে ডিজিটাল যুগে আধুনিকতার কোন ছোঁয়া লাগেনি। এখনও মাটির ঘরে পাঠদান করানো হয়। বিদ্যালয়টিতে নতুন ভবনের দাবি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানানো হয়েছে। তারা যদি একটু চেষ্টা করেন তাহলে হয়ত বা তারা তারি সরকার নতুন ভবন তৈরি করে দিতে পারেন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাদিরুজ্জামান বলেন, গোপীনাথপুর ইউনিয়নের দুলালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন করা দরকার। বিদ্যালয়টির নতুন ভবনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তালিকা পাঠিয়েছি।'